নাটুদাহ চন্দ্রবাসে জমি নিয়ে মারামারি: মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সহ ১০ জনের নামে মামলা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের চন্দ্রবাস গ্রামে জমি নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটেছে।

এ ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সহ ১০ জনের নামে মামলা করার ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে চন্দ্রবাস গ্রামের ঝন্টুর ওয়ারিশ রফিক, বেল্টু, শফিক, ফারুক, ইখলাস, আরজিনা, রোজিন, শাহিদার কাছে ৪ কাঠা জমি কেনেন চন্দ্রবাস গ্রামের তাহের ও রবিউল।

কিন্তু এ জমিটি ফজলুল হকের ছেলে পল্টুর ইন্ধনে কালাম জোরপূর্বক দখল করে রাখে। গত বুধবার বিকাল ৫ টার দিকে তাহের ও রবিউল মিলে তাদের টিনের ছাপড়াটা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে সড়াতে গেলে মওলা ডালনাড়ার ছেলে কালাম, বজলু, নেছা ডালনাড়ার ছেলে আতিয়ার, মতিয়ার, ঝন্টুর ছেলে ফারুক, লাল্টু, ইখলাস ও হাশেম নামের এক ব্যাক্তি এসে মারধর শুরু করলে উভয়পক্ষে মারামারি বেঁধে যায়। মারামারি করে ফিরোজের ছেলে নুরইসলাম, জামলার ছেলে আছমত সহ পল্টু গ্রুপের কয়েকজনও আহত হয়।

এ ঘটনায় পল্টু গ্রুপের লোকজন বীরমুক্তিযোদ্ধা মৃত ইউনুস শেখের ছেলে ইউসুফ, ওম্বরের ছেলে টিক্কা, আয়ুব আলী, ইকতার, হাতেম শেখের ছেলে ফিদু শেখ, ইছাহকের ছেলে তরিকুল,ওয়াজের ছেলে শুকুর আলী, আজিজুলের পিতে সাইফুল, জমাতের ছেলে আমিনুল,আকের আলীর ছেলে বগার নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা করে।

এ ঘটনায় ৪ জন আসামিকে আটক করে দামুড়হুদা মডেল থানায় সোর্পদ করে নাটুদাহ পুলিশ ফাঁড়ি।

বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে ও ভুক্তভোগী দুই পরিবার তাদের কেনা প্রাপ্য ৪ কাঠা জমি যেন দখল পাই সেজন্য চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের সুদৃষ্টি কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে দুই ব্যবসায়ীর জরিমানা

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। মহামারী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনগণকে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অযথা দোকানে ভিড় করার অপরাধে বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ঝটিকা অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্র্রেট হিসেবে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) মো: মহিউদ্দিন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানাগেছে, ১৮৬০ সালের আইনের ২৬৯ ধারায় কার্পাসডাঙ্গা বাজারের জি-রহমানিয়া মার্কেটের আব্দুল্লাহ গার্মেন্টসের মালিক রফিকুল ইসলাম কে ২ হাজার ও একই ধারায় হাজি মার্কেটের ফ্যাশান হাউজের মালিক শাহাবুদ্দিন কে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন। সেই সাথে ব্যবসায়ীদের কে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা কালে সহযোগিতা করেন উপজেলা ভূমি অফিসের পেশকার জিহন আলী ও দামুড়হুদা মডেল থানার এ এসআই আশেক সহ পুলিশ সদস্যবৃৃন্দ।

কার্পাসডাঙ্গা কলোনীপাড়ায় ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের কলোনীপাড়ায় সহিদুলের বাড়ি থেকে গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে হুদাপাড়া গ্রামের ইসলামের ছেলে শুকুর আলীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে শুকুর আলীর ২ টা স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী প্রবাসে থাকে। দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে সে কয়েকমাস পূর্বে সহিদুলের বাড়িতে থাকতো। পরে সে আবার হুদাপাড়ায় চলে যায়। সহিদুল মারা যাওয়ায় এ বাড়িতে কেউ থাকেনা। তার স্ত্রীর পিতার বাড়ি আকন্দবাড়িয়ায় থাকে। গত কয়েকদিন পূর্বে শুকুর আলী তার স্ত্রীর সাথে অশান্তি করে আবারো সহিদুলের বাড়ি থাকতে শুরু করে।

গতকাল শুক্রবার স্থানীয় একজন সহিদুলের বাড়িতে কোন আলো জ্বলছে না দেখে রুমে লাইট মারলে শুকুর আলীর ঝুলন্ত লাশ দেখতে পাই।

পরে স্থানীয় কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিলে ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই মেজবাহুর রহমান ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘরের দরজা ভেঙ্গে গলায় গামছা পেঁচানো অবস্থায় শুকুর আলীর লাশ উদ্ধার করে। সে গলায় গামছা পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা এলাকাবাসীর।

লাশের সুরোতহাল রিপোর্ট করেন এস আই মেজবাহুর রহমান। লাশের দেহ থেকে দূর্গন্ধ ছড়ানোয় অনেকের ধারনা সে হয়তো গত একদিন পূর্বে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে।

চুয়াডাঙ্গার কুড়ুলগাছি সড়কের বিভিন্ন অংশে ধস, চরম ভোগান্তিতে এলাকাবাসী

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বুইচিতলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পদ্মবিলের পাশসহ পাকা সড়কটির বিভিন্ন জায়গা ধসে যাচ্ছে। রাস্তার পাশের ব্লক, মাটি, পিচ, ইট, বালি খোয়া ধসে যাচ্ছে রাস্তার পার্শ্ববর্তী আবাদী জমি ও বিলের পেটে।

গতকাল সোমবার সরেজমিনে এ রাস্তায় গেলে চোখে রাস্তার সংলগ্ন স্থান ধসে পড়েছে। রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে যানবাহন চলাচল করছে। মূলত ঐতিহ্যবাহী পদ্ম বিলে মৎস্য ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন এলাকা থেকে যানবাহন নিয়ে আসে এই স্থানে। তাই মৎস্য ব্যবসায়ীরা

মারাত্মক আতংকের মধ্য রয়েছে যে কখন না দুর্ঘটনা ঘটে।

বিল সংলগ্ন স্থানে বিশাল ধসের কারণে রাস্তাটি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংস্কার করা না হলে যে কোনো সময় রাস্তাটি পুরোপুরি ভেঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়রা আরো জানান, অল্প সময় হলো রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু বিলের পাশের অংশ আস্তে আস্তে ধসে পড়ছে। পাশাপাশি দুটি যানবাহন চলাচল করতে পারেনা। দুটি যানবাহন ওই স্থানে আসলে আগে পরে গিয়ে স্থান ত্যাগ করতে হয়।

দ্রুত সংস্কার না হলে রাস্তাটি একেবারে ধসে পড়লে যানচলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে।

কর্পাসডাঙ্গায় একসঙ্গে ৪ সন্তানের জন্ম দিলেন এক নারী

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কুতুবপুরে একসঙ্গে ৪ সন্তানের জন্ম দিলেন নারী মারুফা খাতুন নামের এক গৃহবধূ।

আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৬ টার সময় চুয়াডাঙ্গা উপশম নার্সিং হোম ক্লিনিকে একসঙ্গে ৪ টি সন্তান নরমাল ডেলিভারিতে প্রসব করেন কুতুবপুর পূর্বপাড়ার মো: শাহাদৎ শেখের মেয়ে মারুফা খাতুন।

জানাগেছে, ২০০৯ সালে পারিবারিক ভাবে মারুফা খাতুনের বিবাহ হয় নাটুদহ ইউনিয়নের জগন্নাথপুর গ্রামের মো: আইনাল তরফদারের ছেলে এরশাদ আলীর সাথে।

বিবাহের ২ বছরের মাথায় সংসারে নতুন অতিথি হিসেবে মারুফার কোল জুড়ে আগমন ঘটে এক কন্যা সন্তানের। এরপর সাত বছর পর ২০১৮ সালে একই সাথে অপুষ্টি ৩ (তিন) সন্তান জন্ম দিলে কয়েক দিন পর মারা যায়।

আজ বৃহস্পতিবার আবার মারুফা খাতুনের কোল জুড়ে এসেছে একসঙ্গে ২ পুত্র সন্তান ও ২ কন্যা সন্তান। তাই মারুফার পরিবারে এবং গ্রামবাসীর মধ্যে আনন্দ উৎফুল্ল বিরাজ করছে।

মা ও বাচ্চাদের শারীরিক অবস্থা জানতে চাইলে নার্সিং হোমে বাচ্চাদের সঙ্গে থাকা মামা মাহবুর রহমান সকলের কাছে দোয়া কামনা করে বলেন, আলহামদুলিল্লাহ মা ও বাচ্চারা এখন সুস্থ্য আছে। সর্বশেষে মা ও ৪ সন্তানের সুস্থ্যতা কামনায় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের আশু হস্থক্ষেপ কামনা করেছেন কুতুবপুর গ্রামের সচেতন মহল।

অসহায় মানুষের পাশে দৈনিক আমার সংবাদের সম্পাদক ও প্রকাশক হাশেম রেজা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা ও জীবন নগর উপজেলায় করোনা মহামারীর বর্তমান পরিস্থিতিতে অসহায় ওগরীব মানুষের মধ্যে নয় হাজার অসচ্ছল পরিবারের মাঝে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন দৈনিক আমার সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক মো: হাশেম রেজা।

দিন রাত পরিশ্রম করে করোনার ঝুঁকি উপেক্ষা করে পায়ে হেটে প্রতিটা পরিবারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল, ডাল, আলু, পেয়াজ, সাবান ও মাস্ক প্রদান করেন।

এই আপদ কালীন সময়ে সহযোগিতা অব্যহত রেখেছে উপরন্ত ০১৭১১-১৩৫৫১৭ মোবাইল নং দিয়ে আসছে কারন এই আপদ কালীন সময়ে যেকোন মুহূর্তে যে কোন সময় ফোন করলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

দেশনেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে ২২শে মার্চ হতে করোনা যুদ্ধে করব জয়, বাসার বাইরে আর নয় এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গণসচেতনতা মুলক প্রচারাভিযান অব্যহত

রেখেছে।

দেশের এ সংকটময় সময়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে গরীব ও অসহায় মানুষের সেবায় আত্ম নিয়োগ করে যাঁরা আক্রান্ত হয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য দেশের সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই নেতা।

যদিও তিনি চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী তবুও বর্তমানে সব কিছু ভুলে করোনার বিপক্ষে মানুষের সহযোগিতায় আত্ম নিয়োগ করেছেন। নিজে নিরাপদ থাকি এবং দেশের মানুষের প্রাণ রক্ষায় সহযোগিতা করি।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় দুরত্ব বজায় রেখে হতদরিদ্রদের মাঝে চাল বিতরণ

করোনা ভাইরাসের কারণে দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষদের খাদ্য সমস্যা নিরসনে দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা কবরস্হানে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে শেখ হাসিনার বাংলাদেশ–ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ এ শ্লোগান কে সামনে রেখে খাদ্য বান্ধব কর্মসৃচি চাল বিতরণ করা হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল ১০ টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় হতদরিদ্রদের মাঝে ১০ টাকা কেজি মৃল্যে প্রত্যেক কার্ডধারী কে ৩০ কেজি করে এ চাল বিতরণ করা হয়।

চাল বিতরণ করার সময় উপস্হিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হতদরিদ্র ডিলার মোস্তাফিজুর রহমান কচি, সার্বিক সহযোগিতা করেন মঞ্জুর রাশেদ তুহিন প্রমুখ।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় বক্স সেপ বাজার ম্যানেজমেন্ট চালু

বক্স সেপ বাজার ম্যানেজমেন্ট করোনার সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে গতকাল শনিবার সকাল ৮টায় দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে “বক্স সেপ বাজার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম” কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে চালু করা হয়।

একটি বক্স থেকে অন্য বক্সের দূরত্ব ১০ ফুট এবং এই লাইন থেকে অন্য লাইনের দূরত্ব ২০ ফুট। প্রতিটি বক্সে একটি দোকান বসবে। একটি দোকানে একজন ক্রেতা পণ্য ক্রয় শেষ হলে অন্যজন ক্রয় করবে। চুন দিয়ে বক্সগুলো তৈরি করা হয়।

এটি বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সার্বিক সহযোগিতায় এ কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন।

এ জন্য দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সকল সদস্যেদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকার সচেতন মহল। পরর্বতী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজার এখন থেকে এই ব্যবস্থাপনায় চলে আসবে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায়

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনে জন্যে, একটু সহানুভুতি কি পেতে পারি, বিশ্ব যখন করোনাভাইরাসে আতঙ্ক, এবং আতঙ্কে বসবাস করছে ঘরমুখী পরিবার।

অসহায়ত্ব মানুষের মাঝে দাঁড়িয়েছেন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওয়েভ ফাউন্ডেশন। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্দ্যেগে করোনায় ঘরমুখী পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টায় দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ভূমি অফিস প্রাঙ্গনে এ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার নির্বাহী অফিসার এসএম মুনিম লিঙ্কন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্হিত ছিলেন মো. মহিউদ্দীন এসময় উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের রিজিওনাল অফিসার জিল্লুর রহমান যুদ্ধ, প্রকল্প সমন্বয়কারী-কিতাব উদ্দিন, সমন্বয়কারী আওয়াল হোসেন প্রমুখ।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় দুই ব্যবসায়ীর জরিমানা

দামৃড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভ্রাম্যামাণ আদালত পরিচালনা করে দুই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুর ১২ টায় চুুুয়াডাঙ্গা জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সজন আহমেদের নেতৃত্বে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে এই জরিমানা করেন।